নাজিমউদ্দিন মোস্তান

বাংলাদেশ ছাড়া সর্বত্রই সরকার দিচ্ছে নেতৃত্ব

কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি উৎপাদনে এশিয়া

কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি উৎপাদন ও রপ্তানীর দিক দিয়ে এশিয়া হয়ে উঠেছে অভাবিত সম্ভাবনার মহাদেশ। এ অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিস্ময় সৃষ্টি করছে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া। প্রতিবেশী ভারতের অবস্থাও সে তুলনায় নগণ্য। বাংলাদেশ কোন ধর্তব্যের মধ্যেই আসছে না। বাংলাদেশ ছাড়া এশিয়ার সবদেশেই কমপিউটার ও উৎপাদনে নেতৃত্ব দিচ্ছে সরকার।

এশিয়ার অভাবিত সম্ভাবনার কথা এখন বিশ্ব স্বীকৃত সত্য। কেবল কমপিউটার বিক্রেতাদের জন্য নয়, এখানে অফুরাণ সম্ভাবনা রয়ে গেছে কমপিউটার প্রস্তুতকারক ও সিস্টেম নির্মাতাদের জন্য।

এশিয়ার কমপিউটার ব্যবসার সুযোগ সীমাহীন। সারা বিশ্বে কমপিউটারের প্রসার যে হারে ঘটছে, তার চাইতে অনেক বিপুল হারে কমপিউটারের চাহিদার বিস্ফোরণ চলবে এশিয়ায়।

সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া তথ্য প্রযুক্তির ব্যবসায়িক সুযোগ প্রসারের সম্ভাবনার উপর দক্ষিণপূর্ব এশীয় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা (সিটো)–র যে সম্মেলন হয়ে গেল, তাতে এ অঞ্চলের ব্যবসায়িক সম্ভাবনার তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

এ সম্মেলনের তথ্যে দেখা গেছে, এ শতাব্দী শেষ হওয়া পর্যন্ত এ অঞ্চলে কমপিউটার ও পিসির প্রসার ঘটতে থাকবে দশ শতাংশ ও তদূর্ধ হারে, সমগ্র বিশ্বে যখন কমপিউটারের প্রসার ঘটছে ৮ দশমিক ৬ শতাংশ হারে, তখন এশিয়া কমপিউটার প্রসারের এই উচ্চ হার কমপিউটারভিত্তিক শিল্প, আয়, উপার্জনের এক বৃহদাংশকে এশিয়ায় নিয়ে আসবে। সারা বিশ্বে ১৯৯০ সনে কমপিউটার বিক্রির ফলে যত আয় উপার্জন হয়েছে, তার শতকরা ৩৬ ভাগ পেয়েছে জাপানসহ এশিয়ার দেশগুলি। চলতি বৎসর এ আয় শতকরা ৪৬ ভাগে উপনীত হবে।

কিন্তু এটাই এশিয়ার জন্য একমাত্র শুভ সংবাদ নয়, আরও সুসংবাদ আছে। তাইওয়ান বাজার অনুসন্ধান কেন্দ্র-মার্কেট ইন্টেলিজেন্স সেন্টারের পরিচালক সি ডবলু চেন বলেছেন, এ দশক জুড়ে এশিয়ায় কমপিউটার হার্ডওয়্যারের উৎপাদন শতকরা ১৩ ভাগ হারে বাড়তে থাকবে, যা হবে বিশ্ব উৎপাদনের কমপক্ষে ৪৭ শতাংশ। এ থেকে আয় উপার্জন দাঁড়াবে ৫০০০০ কোটি ডলার।

পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ১৯৯০ সনে আমাদের দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ বিশ্বে উৎপাদিত মোট ডটমেট্রিক্সের শতকরা ৯৮ ভাগ উৎপাদন করেছে। বিশ্বের মোট কমপিউটার মনিটারের ৯৮ শতাংশও একইভাবে উৎপাদিত হয়েছে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়। হার্ড ডিস্ক ড্রাইভের শতকরা ৮৮ উৎপাদিত হচ্ছে এখানে। সব ধরণের সুযোগ ও সম্ভাবনা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, **এশিয়ার কমপিউটার শিল্প আগামী দিনে প্রযুক্তির নব নব দ্বার উদঘাটনের সাহসী প্রান্ত ধরে বিকাশ লাভ করতে থাকবে।**

এশীয়া কিন্তু সমসত্ব কোন সত্তা নয়। নানা দেশের অবস্থা নানা রকম। প্রতিটি দেশের শক্তি, সাধ্য, সম্ভাবনার প্রভেদ আছে। এক এক দেশ কমপিউটারের একেক দিকে বিকাশ লাভ করছে। একই সাথে তথ্য প্রযুক্তি এসব দেশের অর্থনীতির রূপ চরিত্রও বদলে দিচ্ছে।

সিঙ্গাপুরের অর্থনীতিতে তথ্যপ্রযুক্তির অবদান প্রবল। এ প্রজাতন্ত্রের মোট জাতীয় উৎপাদনের ১৭ দশমিক ৭ শতাংশ আসছে তথ্যপ্রযুক্তি থেকে। সিঙ্গাপুরে তৈরী তথ্য প্রযুক্তির পণ্য শতকরা ৯৮.৮ ভাগ পুনঃ রপ্তানী হয়। বিশ্ববাজারের চাহিদার উঠানামার উপরেই নির্ভর করছে সিঙ্গাপুরের তথ্য প্রযুক্তির উৎপাদন উইনচেস্টার সিটি নামের সিঙ্গাপুরের কমপিউটার প্রযুক্তির প্রতিষ্ঠানমালা বৎসরে ১ কোটি ডিস্ক ড্রাইভ উৎপাদন করছে, যা হবে এ পণ্যের বিশ্ব উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী। এ দেশটি বিশ্বের মোট ডট মেট্রিক্সের ৮ দশমিক ৩ শতাংশ উৎপাদন করছে। সিঙ্গাপুরে বৎসরে উৎপাদিত হচ্ছে ৮ লক্ষ ৬০ হাজার পিসি।

১৯৯০ সনে এশিয়ার বাজারে পণ্য বিভক্তি

	বিশ্ব উৎপাদনে এশিয়ার ভাগ (%)	প্রধান দেশসমূহ	হাজার সংখ্যায়,
পার্সোনাল কমপিউটার	৩০	জাপান	২৬০২
		তাইওয়ান	২২৯৫
		কোরিয়া	১৫০০
		সিঙ্গাপুর	৮৬০
মনিটর	৯০	কোরিয়া	৮৭৫৫
		তাইওয়ান	৮২৩৪
		জাপান	৫৪৪২
হার্ডডিস্ক ড্রাইভার	৮৫	সিঙ্গাপুর	১০,০০০
		জাপান	৫০৭৫
ডটমেট্রিক্স প্রিন্টার্স	৯৮	জাপান	১১২৩৩
		সিঙ্গাপুর	৫০০

• সূত্র : তাইওয়ান মার্কেট ইন্টেলিজেন্স সেন্টার

সরকারের নেতৃত্ব

এশিয়ায় এ বিস্ময় অর্জিত হচ্ছে, এক্ষেত্রে সরকারের নেতৃত্বের বদৌলতে। সিঙ্গাপুরে সরকার জাতীয় কমপিউটার বোর্ডের মাধ্যমে 'আইটি ২০০০'– বিংশ শতাব্দী অতিক্রম করার মুহূর্তের তথ্যপ্রযুক্তি উদ্ভাবনের মহাপরিকল্পনা তৈরী করেছেন, যেন দেশটি তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ ক্ষমতায় অন্য দেশকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। সিঙ্গাপুরের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বোর্ড সম্প্রতি যে জাতীয় প্রযুক্তি পরিকল্পনা তৈরী করেছে, তাতেও তথ্যপ্রযুক্তির গবেষণা ও উদ্ভাবনকে দেওয়া হয়েছে উচ্চতর স্থান।

তাইওয়ানের মত ছোট দ্বীপ দেশটি কমপিউটার হার্ডওয়্যার উৎপাদনে জাপান ও সিঙ্গাপুরের পরেই এশিয়ার তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। এদেশের কমপিউটার হার্ডওয়্যার উৎপাদনের বাৎসরিক পরিমান ৬১৫ কোটি ডলার। তাইওয়ানের মোট জাতীয় উৎপাদনের ৩ দশমিক ৮ ভাগ তথ্যপ্রযুক্তির পণ্য। এর ৯৫ ভাগই রপ্তানী হয়। মনিটর ও পিসি তৈরীতে তাইওয়ান করিৎকর্মা। বিশ্বের সমুদয় মাইক্রো কমপিউটার ব্যবস্থার শতকরা ৯.৭ ভাগ সরবরাহ করে তাইওয়ান। কমপিউটারে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার যন্ত্রপাতির শতকরা ২০ ভাগও উৎপাদন করে এদেশ। বিশ্বের উৎপাদিত ২৩.৬% টার্মিনাল, ৩৪.৬% গ্রাফিকস কার্ড, ৩৫.৫% কীবোর্ড, ৩৬.৪ % কালার মনিটর, ৬৬% মাদারবোর্ড, ৭২% মাইস উৎপাদিত হচ্ছে তাইওয়ানে।

১৯৯০ সনে +এশিয়ায় হার্ডওয়্যারের উৎপাদন

	তথ্যপ্রযুক্তি উৎপাদন (কোটি ডলার)	তথ্যপ্রযুক্তি রপ্তানী (কোটি ডলার)	তথ্যপ্রযুক্তি উৎপাদন (জাতীয় উৎপাদনের %)	তথ্যপ্রযুক্তি রপ্তানী (উৎপাদনের %)
জাপান	৪২৬৮.৩	২০৭৯.০	১.৫	৪৬.৫
সিঙ্গাপুর	৮৩৯.০	৬৩০.৫	১৭.৭	৯৮.৫
হংকং	২৯২.৮	২৭৭.০	৪.২	৯৪.৬
মালয়েশিয়া	১৩১.৫	১২৮.০	৩.১	৮৭.৩
থাইল্যান্ড	১১২.০	১১৫.০	১.৫	৯৬.৬
ভারত	৯৫.২	২২.২	০.৩	২৩.৩
চীন	৮৯.২	২০.০	০.২	২২.৪
তাইওয়ান	৬১৪.৯	৫৮৭.৩	৩.৮	৯৫.৫
কোরিয়া	৩৪০.৯	২৪২.০	১.৪	৭০.১
মোট	৬৭৮৩.৮	৪১০১.০		

• সূত্র : মার্কেট ইন্টিলিজেন্স, তাইওয়ান।

উৎপাদন ও ব্যবহার উভয় দিক দিয়ে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া পিছিয়ে আছে সিঙ্গাপুর ও তাইওয়ানের তুলনায়। তবু মালয়েশিয়ার ষষ্ঠ জাতীয় পরিকল্পনায় তথ্য প্রযুক্তি বোর্ড গঠনের বিশদ নীলনকশা স্থান পেয়েছে। মালয়েশিয়ার কমপিউটার শিল্প সমিতির ভূতপূর্ব সভাপতি ল্যারী গ্যান বলেছেন, নবনব প্রযুক্তি আয়ত্ব করার ক্ষেত্রে সক্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভূমিকা পালন করবে বোর্ড, সে সাথে তথ্য প্রযুক্তির নীতি রচনা ও বাস্তবায়নে কাজ করবে। মালয়েশিয়া সরকার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার খাতে পণ্য উৎপাদন প্রসার ও কার্যক্রম জোরদার করার জন্য কর মওকুফ, দ্বৈত রেয়াত, কাঁচামালের কর হ্রাসের মত উৎসাহপ্রদ পদক্ষেপ নিয়েছে। মালয়েশিয়া ক্রমেই ডিস্কেট, ম্যাগনেটিক টেপ, কমপিউটার পেপার ও ম্যানুয়েল তৈরীর ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করছে।

এশিয়ার বাজার কমপিউটার প্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ ছাড়া প্রায় সকল এশীয় দেশেই সরকার হয়ে উঠেছে কমপিউটারায়নের প্রধান চালিকা শক্তি। আর বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, আন্তজাতিক কমপিউটার কোম্পানীগুলিও গাদাগাদি করে তাড়াহুড়ার মধ্যে এসে এশিয়ায় নামছে। ♦